

## আদিবাসী জনজাতির সুরক্ষা প্রসঙ্গে

জমিসংক্রান্ত যেকোনো দেওয়ানি মামলায় যেখানে এক পক্ষ আদিবাসী জনজাতিভুক্ত বা তপশিলি উপজাতিভুক্ত এবং অন্যপক্ষ তপশিলি উপজাতিভুক্ত নহেন, সেক্ষেত্রে জমিটি যে এলাকায় অবস্থিত সেখানকার দায়িত্বে থাকা রাজস্ব আধিকারিককে ওই মামলায় অবশ্যই পক্ষভুক্ত করতে হবে। প. ব. ভূ. স. আইনের ৯নং চ্যাপ্টারে ৫৩ এ নং ধারায় একথা বলা হয়েছে।

এই আইনের ২এ নং চ্যাপ্টারে তপশিলি উপজাতিভুক্ত ব্যক্তিদের জমির মালিকানা ও জমির উপর স্বাভাবিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে কিছু ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থাগুলিকে অগ্রাধিকার দেবার প্রয়োজনে ধারা নং ১৪ এ দ্বারা এই ২এ চ্যাপ্টারের ব্যবস্থাগুলি এই আইনের অন্য কোনোখানে যাই বলা থাকুক না কেন, তার উপরে কার্যকরী হবে এরূপ বলা হয়েছে।

সাধারণত ভারতের আদিবাসী জনজাতিভুক্ত মানুষেরা দীর্ঘদিন ধরে অশিক্ষা, অসাম্য ও নানাবিধ সামাজিক নিষ্পেষণের শিকার হওয়ায় তাদের নিজ জমি সুরক্ষিত করার স্বাভাবিক শক্তি কম বলে ধারণা করা হয়েছে। এই কারণে ১৪বি ধারায় তপশিলি উপজাতিভুক্ত রায়ত-এর পক্ষে নির্দিষ্ট কিছু ব্যবস্থা ছাড়া জমি হস্তান্তর সাধারণভাবে অবৈধ ও বেআইনি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অবশ্য ১৪সি ধারায় কিভাবে এই শ্রেণির মানুষেরা সম্পত্তির হাতবদল করতে পারবেন তা বলা আছে। এখানে ব্যবস্থাগুলি বলা হল :

ধারা ১৪সি (১)। তপশিলি উপজাতিভুক্ত রায়ত তাঁর জমি বা জমির কোনো অংশ নিম্নবর্ণিত উপায়ে হাতবদল করতে পারবেন—

(এ) অন্য একজন তপশিলি উপজাতিভুক্ত ব্যক্তির কাছে সাতবৎসর বা তার কম সময়ের জন্য পূর্ণ ইউসুফ্যাক্টরি মর্টগেজ বা খাই-খালাসি বন্ধক।

(বি) গভর্নমেন্ট বা সরকারকে দেশের সাধারণ মানুষের কাজে বা জনহিতকর কাজে বিক্রি বা দানপত্র মূলে হস্তান্তর।

(সি) সরকারের কাছে বা রেজিস্ট্রিকৃত সমিতির সমবায়ের কাছে সাধারণ বন্ধক।

(সি সি) নিজের অন্যান্য জমির উন্নতিকল্পে বা নিজের কৃষি উৎপাদন বাড়াবার

প্রয়োজনে কোনো তপশিলভুক্ত ব্যাংক, সমবায় জমিবন্ধক ব্যাংক, বা সরকারিক্ষেত্রের কোনো করপোরেশন-এর কাছে সাধারণ বন্ধক বা দলিল রেখে বন্ধক।

(ডি) তপশিলি উপজাতিভুক্ত অন্য কোনো ব্যক্তিকে দানপত্র বা উইল।

(ই) তপশিলি উপজাতিভুক্ত অন্য কোনো ব্যক্তিকে বিক্রয় বা আপোস বন্টন বা এক্সচেঞ্জ।

এক্ষেত্রে শর্ত রয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজস্ব আধিকারিকের কাছ থেকে আগাম লিখিত অনুমতি নিয়ে তিনি উপজাতিভুক্ত নহেন এমন কোনো ব্যক্তির কাছে নিজ জমি বিক্রয় করতে পারেন;

এক্ষেত্রে আরো শর্ত রয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আধিকারিক দেখবেন যে ইচ্ছুক বিক্রেতাকে অন্য কোনো তপশিলি উপজাতিভুক্ত ক্রেতা সঠিক বা ন্যায্য বাজার মূল্য দিতে প্রস্তুত কিনা। যদি তপশিলি উপজাতিভুক্ত ক্রেতাগণ ওই সঠিক মূল্য দিতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক না হন, একমাত্র তখনই রাজস্ব আধিকারিক অন্য গোষ্ঠীর মানুষের কাছে জমি বিক্রয়ের অনুমতি দেবেন। অর্থাৎ বিক্রেতা যাতে জমি বিক্রি বাবদে বাজার মূল্য হতে কম টাকা না পান, বা ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সেটা দেখার দায়িত্ব রাজস্ব আধিকারিকের থেকে যাচ্ছে। বিক্রেতা তাঁর জমি অন্য শ্রেণির ব্যক্তিকে এই শর্তে বিক্রয় করতে পারবেন যে, (এ) প্রাপ্ত টাকা তাঁর অন্য জমির উন্নতিকল্পে কাজে লাগানো হবে না (বি) ওই টাকা কোনো ক্ষেত্রে লগ্নি করা হবে। অর্থাৎ বিক্রেতার আয়ের উন্নতি ঘটানো হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে রাজস্ব আধিকারিক খোঁজ খবর নেবেন।

ধারা ১৪সি (৩)। ১নং উপধারায় (এ) বাক্যাংশে যে খাইখালাসি বন্ধকের কথা বলা আছে, তার সময়সীমা পূর্ণ হবার আগেই ওই বন্ধকি ব্যবস্থা হতে জমি ছাড়িয়ে নেওয়া যাবে।

ধারা ১৪সি (৪)। বন্ধকদাতা রায়ত বা তাঁর প্রতিনিধি, ওই খাইখালাসি বন্ধকের সময়সীমা পূর্ণ হবার আগেই জমি ছাড়িয়ে নিতে চাইলে, নির্দিষ্ট ফর্মে তথ্য জানিয়ে রাজস্ব আধিকারিকের কাছে আবেদন করবেন। ওরূপ আবেদন জমা পড়লে রাজস্ব আধিকারিক বন্ধকগ্রহীতা বা মর্টগেজিকে উপযুক্ত পদ্ধতিতে নোটিশ করে, তদন্ত করে কত টাকা বন্ধকদাতা পরিশোধ করবেন তা নির্ধারণ করে একটি প্রারম্ভিক আদেশ দিয়ে, কত তারিখের মধ্যে তা পরিশোধ করতে হবে বলে দেবেন। এবার বন্ধকদাতা ওই সময়ের মধ্যে মর্টগেজিকে টাকা পরিশোধ করতে পারলে, রাজস্ব আধিকারিক ওই মর্টগেজিকে জমির দখল ছেড়ে দিতে বলবেন।

রুল ১২ অনুযায়ী এই দরখাস্ত ৭নং ফর্মে করতে হবে। তার বয়ানটি এখানে দেওয়া হল—

**FORM No. 7**

(See Rule 12)

**Application for Redemption of Usufructory Mortgage under  
sub-section (4) of Section 14C**

To

The Revenue Officer,

.....Block, P.S..... District.....

The Application of.....son of/wife of.....for  
redemption of usufructory mortgage particulars in respect of which are  
given below :

1. Name and address of the Mortgage.....
2. Date of Execution of the Mortgage Deed.....
3. The period of the Mortgage.....
4. The period which has expired since the transfer of the land to the  
mortgage.....
5. The Amount of loan taken under the mortgage.....
6. Approximate money value of the annual produce from the land at  
the time of transfer.....
7. Particulars of the plots of land under mortgage—
  - (a) Village..... Name of Mouza..... J. L. No.....  
Police Station..... District.....
  - (b) Khatian no. (R.S. & L.R.)..... Plot no. (R.S. & L.R.)
  - (c) Area of the land

I declare that to the best of my knowledge and belief the information  
given by me in the above statement is correct and complete.

Date

signature of the Applicant/Agent.

ফর্ম ৭-এর একটি বাংলা বয়ান এরকম হতে পারে—

মাননীয় রাজস্ব আধিকারিক,

ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণ

.....ব্লক, .....থানা, জেলা.....

বিষয় : পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের ১৪সি(৪) ধারায় খাইখালাসি বন্ধক হতে  
অব্যহতি পাবার প্রার্থনা।

মহাশয়,

আমি শ্রী/শ্রীমতী.....পিতা/স্বামী.....ঠিকানা.....আপনার কাছে

খাই খালাসি বন্ধক হতে অব্যহতি পেতে চেয়ে নিম্নলিখিত তথ্য দিচ্ছি—

- ১) মটগেজি বা বন্ধকগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা.....
- ২) মটগেজ দলিলের এক্সিকিউশনের তারিখ.....
- ৩) মটগেজের সময়সীমা.....
- ৪) বন্ধকগ্রহীতার কাছে কত দিন জমিটি আটকে আছে.....
- ৫) বন্ধকগ্রহীতার কাছ থেকে কত টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছে.....
- ৬) যখন জমিটি বন্ধক দেওয়া হয়েছিল তখন বছরে কত টাকার ফসল ফলত.....
- ৭) বন্ধক দেওয়া জমির তপশিল—এ) গ্রামের নাম..... মৌজা..... জে এল  
নং..... থানা..... জেলা.....  
বি) আর এস এবং এল আর খতিয়ান নম্বর.....  
আর এস এবং এল আর দাগ নম্বর.....  
সি) জমির পরিমাণ.....

আমি শপথপূর্বক ঘোষণা করছি যে ওপরে যা তথ্য দিয়েছি তা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে পূর্ণাঙ্গ এবং সঠিক।

তারিখ

স্বাক্ষর

ফর্ম ৭ সূত্রে অনুসন্ধান ও তদন্ত সূত্রে রাজস্ব আধিকারিক ১৯০৮ সালের কোড অফ সিভিল প্রসিডিওর বা দেওয়ানি কার্যবিধিতে বর্ণিত ব্যবস্থা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এই সূত্রে স্মরণ করতে হবে যে, ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫ এর ৯নং চ্যাপ্টারে ৫৭নং ধারায় এই আইনের ব্যবস্থাগুলি বাস্তবায়িত করতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কোড অফ সিভিল প্রসিডিওর, ১৯০৮-এ বর্ণিত দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ২০০১ সালের ভূমিসংস্কার সংশোধনী আইনের ২৯নং অনুচ্ছেদের ৫৭ এ ধারার সংযোজন হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকার বিবেচনা করলে কোড অফ সিভিল প্রসিডিওর ১৯০৮ অনুযায়ী দেওয়ানি আদালতের সকালে বা কোনো কোনো ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার যে কোনো আধিকারিককে দিতে পারেন। এই সূত্রে গত ১৯ নভেম্বর ২০০১ তারিখে প. ব. সরকারের ভূমি সংস্কার দপ্তরের এল. আর. শাখা ৪৪০২-এল. আর/১এ-২/০১ জি ই (এম) শীর্ষক একটি আদেশ প্রকাশ করেন। ওই সূত্রে জেলা, মহকুমা ও ব্লক স্তরে কর্মরত ভূমিসংস্কার আধিকারিকগণ ও রাজস্ব আধিকারিকগণকে দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

এই আইনের ১৪ডি ধারায় বলা হয়েছে যে,

(১) যদি রেজিস্ট্রিকৃত দলিল মাধ্যমে তপশিলি উপজাতিভুক্ত রায়ত তাঁর স্বত্ব বা স্বার্থ হস্তান্তর না করে থাকেন, তাহলে সেটি বৈধ হস্তান্তর বলে গণ্য হবে না।

(২) রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯০৮ বা দেশে চালু থাকা অন্য কোনো আইনে যাই বলা থাকুক না কেন, যদি কোনো তপশিলি উপজাতি ভুক্ত রায়ত ভূমি সংস্কার

আইনের “চ্যাপ্টার ২এ”-এর ব্যবস্থাগুলি অগ্রাহ্য বা অমান্য করে জমি হস্তান্তর করে থাকেন, তাহলে সেই হস্তান্তরটিকে কোনো দেওয়ানি, ফৌজদারী বা রাজস্ব সংক্রান্ত আদালত, আধিকারিক বা কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রাহ্য হবে না। কোনো রেজিস্ট্রিকারক কর্তৃপক্ষ তপশিলি বা উপজাতিভুক্ত রায়তের জমির স্বত্ব বা স্বার্থ সংক্রান্ত হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধভুক্ত বা রেজিস্ট্রি করার আগে নিশ্চিত হবেন যে, সেই দলিল “চ্যাপ্টার ২এ”-এর ব্যবস্থা অনুযায়ী করা হচ্ছে।

(৩) যদি রেজিস্ট্রেশন করার সূত্রে বা কোনো দেওয়ানি, ফৌজদারী বা রাজস্ব আদালতের কোনো প্রসিডিংসে এরূপ প্রশ্ন ওঠে যে কোনো দলিল এই অধ্যায়ের ব্যবস্থাগুলি মান্য করে করা হয়েছিল কিনা, তাহলে রেজিস্ট্রিকারক আধিকারিক বা অন্যান্য আদালত এ বিষয়ে মতামত দেবার জন্য বিষয়টি রাজস্ব আধিকারিকের কাছে পাঠাবেন এবং রাজস্ব আধিকারিকের সিদ্ধান্তটিকে গ্রহণ করবেন।

ধারা ১৪ই। যদি কোনো তপশিলি উপজাতিভুক্ত রায়তের জমি বা জমির অংশ ১৪সি ধারার ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে হস্তান্তর হয়েছে বলে জানা যায়, বা যদি দেখা যায় হস্তান্তরের অনুমতি গ্রহণের ক্ষেত্রে মিথ্যা বর্ণনা বা মিস রিপ্রেজেন্টেশন এবং প্রতারণা বা ফ্রড-এর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, বা যদি খাইখালাসি বন্ধকের ক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতা বা মর্টগেজি বন্ধক দেবার তারিখের পর হতে সাত বৎসরের বেশি সময় ধরে সংশ্লিষ্ট জমিটি ভোগ করতে থাকেন, সেক্ষেত্রে রাজস্ব আধিকারিক ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের আবেদনক্রমে বা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি প্রসিডিং শুরু করবেন। ১৪এ রুল অনুযায়ী তিনি দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ এর দৃষ্টান্ত অনুসরণে এবং ১৯৮২ সালের ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ব্যবস্থা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করবার সুযোগ দিয়ে নিজ সিদ্ধান্তের সপক্ষে কারণগুলি লিখে তিনি একটি আদেশ প্রকাশ করবেন। এই লিখিত আদেশের মাধ্যমে তিনি উপযুক্ত ক্ষেত্রে দলিলটি বাতিল ঘোষণা করতে পারবেন এবং হস্তান্তরগ্রহীতাকে ওই জমি হতে উচ্ছেদের ব্যবস্থা করাবেন।

এক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, হস্তান্তরগ্রহীতা যদি একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল একটানা ওই জমির দখলে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহলে ওই দলিলকে বাতিল ঘোষণা এবং হস্তান্তরগ্রহীতাকে উচ্ছেদ করা যাবে না। খাই খালাসি বন্ধকের ক্ষেত্রে বন্ধকের দরুণ সাত বৎসর পূর্ণ হবার পর হতে ত্রিশ বৎসর গণনা করতে হবে।

ল্যান্ড রিফর্মস ম্যানুয়াল ১৯৯১ এর ১৮০ নং রুলে এই ধরনের হস্তান্তরকে অবৈধ ঘোষণার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ভূমি সংস্কার আইনের চ্যাপ্টার তিন-এর ১৫(৩) নং ধারায় বলা আছে যে, তপশিলি উপজাতিভুক্ত রায়তের জমিতে দাবি তপশিলি উপজাতিভুক্ত নহেন, এমন কোনো ব্যক্তি বর্গা অধিকার দাবী করেন, তাহলে সেই দাবীর সারবত্তা নির্ণয় করতে

রাজস্ব আধিকারিক যথেষ্ট যত্ন নিয়ে অনুসন্ধান করবেন।

ল্যান্ড রিফর্মস ম্যানুয়ালের ১৮৫ নং রুলে তপশিলি উপজাতিভুক্ত রায়তদের সুরক্ষার জন্য রাজস্ব পরিদর্শকদের কিছু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। যদি তপশিলি উপজাতি ভুক্ত রায়তের জমিতে অন্য শ্রেণিভুক্ত মানুষ ভোগ দখল করেন বলে আর আই এর নজরে আসে, তবে তিনি তা তৎক্ষণাৎ বি এল এল আর ও-কে জানাবেন। এবং বি এল এল আর ও সেখানে রাজস্ব আধিকারিককে দিয়ে ১৪ সি ধারায় ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগ নেবেন।

ল্যান্ড রিফর্মস ম্যানুয়ালের ১৯৪ (ডি) রুলে যে অগ্রাধিকার তালিকা বর্ণনা করে কোন ধরনের ব্যক্তিদের ভেস্ট জমি পাট্টা পাবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলা রয়েছে, সেখানেও তপশিলি উপজাতিভুক্ত মানুষের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।

প. ব. ভূমি সংস্কার আইনের ১৭(৪) ১৭(৬) এবং ২০ বি ধারায় যে নতুন বর্গাদার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, সেখানে তপশিলি উপজাতির মানুষকে অগ্রাধিকার দেবার কথা বলা আছে।